প্যারেন্টিং (তৃতীয় খণ্ড)
চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন কৌশল

মূল

ড. হিশাম আলতালিব

ড. আব্দুলহামিদ আবুসুলাইমান

ড. ওমর আলতালিব

ভাষান্তর

ইমদাদুল হক

সম্পাদনা

ফাতেমা মাহফুজ । রওশন জান্নাত । ড. মুমতাহিনা

BiiT

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

প্যারেন্টিং (তৃতীয় খণ্ড)

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন কৌশল

হিশাম আলতালিব ❑ আব্দুলহামিদ আবুসুলাইমান ❑ ওমর আলতালিব

অনুবাদস্বত্ব ©
ইমদাদুল হক

প্রকাশনাস্বত্ব ©
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

মূল্য
৭০০.০০ টাকা

ISBN

978-984-98129-4-4

প্রকাশক
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
দোকান নং ৩০২, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
৩য় তলা, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৪০০ ৪০৩ ৯৪৯, ০১৪০০ ৪০৩ ৯৫৮
E-mail: biitpublications@gmail.com

পরিবেশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)
২৫৩/২৫৪ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, কাঁটাবান
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫, মোবাইল: ০১৪০০ ৪০৩ ৯৫৪

Bengali version of *'Parent-Child Relations: A Guide to Raising Children'* Written by Hisham Al-Talib, AbdulHamid AbuSulayman, Omar Al-Talib, Translated by Md. Emdadul Haque, Published by BIIT Publications, 302 (Books & Computer Complex Market), 38/3 Banglabazar, Dhaka-1100, Phone: (+88) 01400403949, 01400403958; E-mail: biitpublications@gmail.com, Price: BDT 700.00, USD 20.00

প্রকাশকের কথা

প্রত্যেক বাবা মা-ই চান তার সন্তানটি সেরাদের সেরা হোক। আলোকিত মানুষ হোক। কিন্তু কীভাবে? গুড প্যারেন্টিং...

সন্তান লালনপালনে যে তাত্ত্বিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দরকার হয়, সাধারণত নতুন বাবা-মায়ের মধ্যে তা অনুপস্থিত থাকে। আর যারা আগেই বাবা-মা হয়েছেন তারাও মনে করেন যে, সন্তান জন্মানোর আগেই যদি তাঁরা প্যারেন্টিং সম্পর্কিত জ্ঞান ও কৌশল ভালোভাবে জানতে পারতেন, তাহলে সন্তানদের আরও কার্যকরী পন্থায় লালনপালন করতে পারতেন।

মূলত সন্তানদের ভালোভাবে বুঝতে পারা, তাদেরকে যথাযথভাবে পরিচালনা করা এবং বাবা-মা ও সন্তানদের মধ্যকার কাঙ্ক্ষিত আচরণ ও যোগাযোগ কী হবে এবং কীভাবে হবে– এসবটুকুই এক একটি আর্ট (কলা) ও স্ট্রাটেজি (কৌশল) মাত্র।

উপরিউক্ত বিষয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের নির্দেশনা, রাসূল (সা.)-এর আদর্শ এবং গুণিজনের অভিজ্ঞতা-এ তিন উৎসের সমন্বয়ে প্রণীত IIIT USA কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইংরেজি গ্রন্থ Parent-Child Relations: A Guide to Raising Children'-এর বঙ্গানুবাদ এটি। এ বইটি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় তিন মুসলিম স্কলার ড. হিশাম আলতালিব, ড. আব্দুলহামিদ আবুসুলাইমান এবং ড. ওমর আলতালিব-এর অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন, যা তাঁরা দীর্ঘকাল মুসলিম ও পশ্চিমা দেশে বসবাস করার মাধ্যমে অর্জন করেছেন।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়, তা থেকে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোরও মুক্তি নেই। দৈনিক পত্রিকার পাতা খুললেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সমসাময়িক কালের প্যারেন্টিং আরও কঠিন ও জটিল, তবে আবশ্যকীয় বিষয়। তাই প্যারেন্টিং-কে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে ছড়িয়ে দিতে দেশ-বিদেশে পরিচালিত কর্মসূচিতে এ গ্রন্থখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আশা করি, সন্তানদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাবা-মায়ের লালিত যে স্বপ্ন, তা বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করবে এ বইটি।

ড. এম আবদুল আজিজ
ম্যানেজিং পার্টনার
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

সূচি

অধ্যায় ১৪

চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব

ভূমিকা ১২
চরিত্র বলতে কী বুঝায়? ১৩
চরিত্র বিনির্মাণ ১৬
চরিত্র কোনো ভাসাভাসা জিনিস নয়, এর শিকড় অতি গভীরে ১৮
ব্যক্তিত্ব কী? ১৯
অ্যাকটিভিটি ২১

অধ্যায় ১৫

সাহসের পরিচর্যা

ভূমিকা ২৪
সাহস এবং ভয়ের মৌলিক নীতি ২৬
শিশুদের মাঝে ভয়ের বিকাশ বুঝতে পারা ৩০
শিশুদের প্রয়োজন আবেগিক ও শারীরিক সাহস ৩২
সাহস ও স্বাভাবিকতা ৩৩
সঙ্গীদের চাপ ৩৪
বাবা-মা, নির্ভীকতা এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলন ৩৬
অ্যাকটিভিটি ৩৯

অধ্যায় ১৬

ভালোবাসা শেখানো

ভূমিকা ৪৬
আবেগীয় ক্ষমতায়নের ভিত্তি ৪৮
ভালোবাসা: সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তার ধারণা এবং আল-কুরআন ৪৯
বাবা-মা'র জন্য সহায়ক নির্দেশনা ৫৩

আপনার সন্তান যদি বলে- 'আমি তোমাকে ঘৃণা করি!' ৫৫
প্রথম সন্তান ৫৬
কেন বাবা-মা তাদের সন্তানদের ভালোবাসেন? ৫৮
ভালোবাসা এবং বাবা-মা'র আত্মবিশ্বাস ৬০
সহানুভূতি বিকাশের ব্যবহারিক উপায় ৬১
একটি সমীক্ষা: আপনার সন্তানদের মাঝে ভালোবাসার অনুভূতি তৈরি করার বিভিন্ন উপায়সমূহ ৬৫
বাবা-মা'দের কি সন্তানদের ঘৃণা শেখানো উচিত? মাঝে মাঝে! ৬৬
অ্যাকটিভিটি ৬৭

অধ্যায় ১৭

সততা এবং বিশ্বস্ততা শেখানো

ভূমিকা ৭০
সন্তানদেরকে বাবা-মা'র বিশ্বাস করা উচিত কিন্তু সেটা অবস্থান যাচাই করে ৭২
সাধারণ নীতিসমূহ ৭৩
সামগ্রিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে চরিত্রকে একীভূত করা ৭৬
শিশুরা কেন মিথ্যা বলে? কীভাবে মিথ্যা বলা রোধ করা যায় ৭৮
মিথ্যা বলা রোধে নবী (সা.)-এর প্রদর্শিত উপায় ৮৩
অ্যাকটিভিটি ৮৫

অধ্যায় ১৮

দায়িত্বশীলতা শেখানো

ভূমিকা ৮৮
মনোভাব এবং বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি'র ভিত্তি স্থাপন ৯০
বিকাশের বিভিন্ন ধাপের সুযোগসমূহ ৯৩
বিকাশের নীতিসমূহ ৯৬
ব্যবহারিক পরামর্শ ১০০
সুযোগগুলোকে দায়িত্ববোধের সাথে সংযুক্ত করুন: উদাহরণসমূহ ১০৪
অ্যাকটিভিটি ১০৮

অধ্যায় ১৯

স্বাধীন হতে শেখানো

আমেরিকায় নির্ভরশীলদের সংখ্যা বেড়ে উঠছে ১১২
একটি মিথ (পৌরাণিক কথা) ১১৬
বয়সভিত্তিক সক্ষমতা/অর্জনসমূহ ১১৭
বাচ্চাদের (এক থেকে আড়াই বছর) তাদের নিজস্ব উপায় খুঁজে বের করতে দিন ১১৮
বিচ্ছেদ উদ্বেগ ও আটসাঁট আচরণ ১১৯
কিশোর বয়সী বাস্তবতা ১২০
প্যারেন্টিং শৈলীর প্রভাব: কর্তৃত্বভিত্তিক বনাম ক্ষমতাভিত্তিক ১২৪
শিশুদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন গড়ে তোলার দক্ষতা ১২৭
বাবা-মা'র জন্য সহায়ক নির্দেশনা ১৩৫
পরামর্শ বনাম স্বায়ত্তশাসন: কন্যা এবং তার মা ১৩৭
বাবা-মা যদি তাদের সন্তানের বন্ধুদের পছন্দ না করেন ১৪২
শিশুদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করা স্বায়ত্তশাসন বাড়ায় ১৪৩
সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপ ১৪৪
অ্যাকটিভিটি ১৪৬

অধ্যায়-২০

সৃজনশীলতার বিকাশ

ভূমিকা ১৫০
সৃজনশীলতার সাধারণ ধারণা ১৫২
অদমনীয় ঐতিহাসিক আবিষ্কার ১৫৫
শিশুদের সৃজনশীলতা দমন করা ১৫৭
নেতিবাচক মনোভাব - যা সৃজনশীলতাকে অবরুদ্ধ করে ১৫৮
সৃজনশীলতা বিকাশের উপায়সমূহ ১৬০
সৃজনশীল প্রশ্ন করতে পারা ১৬০
ব্যবহারিক কার্যক্রম ১৬২

অভিজ্ঞতার ভিন্নতাসমূহ ১৬২
মাথা খাটাও ১৬৩
সৃজনশীল খেলা ১৬৩
শিশুদের লেখালেখি ১৬৫
শিশুদের আঁকাআঁকি ১৬৬
ভ্রান্ত ধারণা: 'অদ্ভুত' বা 'অনুৎপাদনশীল' চিন্তা ১৬৭
বাবা-মা'র করণীয় ১৬৮
খেলনার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষনী ১৬৯
অ্যাকটিভিটি ১৭২

অধ্যায় ২১

আত্মসম্মানবোধ বনাম বিপথগামী সন্তান

আত্মসম্মানবোধ ১৭৮
শিশুদের বিপথগামীতা ঠেকানো ১৮০
বদমেজাজ: কান্নাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দেবেন না ১৮২
অ্যাকটিভিটি ১৮৩

অধ্যায় ২২

সন্তানের জন্য সঠিক বন্ধু নির্বাচন

আপনার সন্তানের বন্ধুরা ১৮৮
খারাপ বন্ধুদের সাথে কিছু সমস্যা ১৯১
স্কুলে সহপাঠীদের দৈনন্দিন চাপ ১৯১
সঠিক বন্ধু নির্বাচন ১৯১
আপনার সন্তান যদি অবাঞ্ছিত বন্ধু বেছে নেয়? ১৯৩
কিশোর-কিশোরীদের মাঝে কেন এত বেশি আকর্ষণ! ১৯৪
অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পরিবার ১৯৭
অ্যাকটিভিটি ১৯৮

২৩ম অধ্যায়

টেলিভিশন, ভিডিও এবং কম্পিউটার গেমস-এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব

ভূমিকা ২০২
পিতামাতার জন্য একগুচ্ছ প্রশ্নাবলী ২০২
টিভি'র নেতিবাচক প্রভাব ২০৪
বাড়িতে টিভি না রাখা! ২১২
টিভি থেকে বিরত রাখার কিছু কৌশল ২১৪
সবার আগে টিভি'র সত্যচিত্র ২১৫
আমাদের টিভি-সংস্কৃতি ২১৬
অপরিচিত লোক ২১৮
কীভাবে টিভি দেখার অভ্যাস পরিবর্তন করা যায়:
কিছু পরিবারের অভিজ্ঞতা ২২০
টিভি সম্পর্কে সতর্কতায় একটি শব্দ! ২২১
টিভি দেখার পারিবারিক বিকল্পগুলোর একটি তালিকা ২২৩
গুরুতর বিকল্পসমূহ ২২৭
অতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষতি ২৩২
কম্পিউটার গেমস ২৩২
ভিডিও গেমস এবং শিশু ২৩৩
সারসংক্ষেপ ২৩৭
অ্যাকটিভিটি ২৩৮

উপসংহার ২৪৩

পরিশিষ্ট ১

আল-কুরআনের নির্বাচিত আয়াতসমূহ ২৪৯
মুহাম্মদ (সা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহ ২৫২
শিশুদের প্রতি নবী মুহাম্মদের (সা.) উপদেশ ২৫৩

পরিশিষ্ট ২

কার্যক্রমসমূহের তালিকা ২৫৫

অধ্যায় ১৪

চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব

ভূমিকা	১২
চরিত্র বলতে কী বুঝায়?	১৩
চরিত্র বিনির্মাণ	১৬
চরিত্র কোনো ভাসাভাসা জিনিস নয়, এর শিকড় অতি গভীরে	১৮
ব্যক্তিত্ব কী?	১৯
অ্যাকটিভিটি	২১

ভূমিকা

নবীজী (সা.) বলেছেন, মানুষ (নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে খনিজ বা ধাতুর মতো); প্রাক-ইসলামী জাহিলিয়াতের যুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ছিল তারা ইসলামী যুগেও সেরা, যদি তারা বুঝতে পারে এবং অনুধাবন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

হে আল্লাহ! দুই ব্যক্তি আবু জাহেল কিংবা উমর ইবনুল খাত্তাব, যাকে আপনার কাছে প্রিয় মনে হয়, তার মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন। আর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ছিলেন অধিক প্রিয়। (তিরমিযি)

এই দুই ব্যক্তি তাদের শৈশব থেকেই শক্তিশালী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তারা তাদের পৌত্তলিক গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে তাদের জায়গা অর্জন করেন। তারা বিশ্বাস এবং শিক্ষা অর্জনের আগেই চমৎকার গুণাবলি অর্জন করেছেন। সন্তান লালনপালনের সারমর্ম হলো দৃঢ় চরিত্র গঠন করা, সঠিক ধারণা শেখানো এবং এমন মূল্যবোধ জাগানো, যা ধার্মিকতাকে শিশুদের মধ্যে অভ্যাসে পরিণত করবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আচরণ অনুকরণ করে। অতএব, সন্তানদের মনস্তাত্ত্বিক এবং আবেগীয় বিকাশের জন্য অভিভাবকগণকে সংবেদনশীল হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি পিতামাতা প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে সাক্ষাতের কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারেন, তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করার মাধ্যমে তাদের ভুল শোধরাতে পারেন। একই ভুল বাচ্চাদের সাথে করলে এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর। কারণ, এর ফলে তারা নিজেদেরকে গুরুত্বহীন ও তুচ্ছ মনে করতে পারে। সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতির সাথে তাদের আবেগীয় সংযুক্তি থাকে; ফলে অপূর্ণ সেই প্রতিশ্রুতিকে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে অনুভব করতে পারে বা তারা হাল ছেড়ে দিতে পারে। কোমল বয়সে তাদের পিতামাতার এমন কর্ম অবিশ্বাস বা অসততাকেই উৎসাহিত করতে পারে।

প্রথমত, আল্লাহর বান্দাদের ধার্মিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রসঙ্গ ইতোমধ্যেই এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নেতাদের হতে হবে বুদ্ধিমান, শারীরিকভাবে উপযুক্ত এবং শক্তিশালী। সেইসাথে থাকবে 'সঠিক উপাদান, খনিজ; অথবা সুন্দর চরিত্র'। এগুলো ব্যক্তিগত নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য হলো বিল্ডিং ব্লক, যা ব্যক্তিত্বের স্তম্ভ গঠন করে। যদি চরিত্রের উপাদানগুলো ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল হয়, তবে সেই মানুষের সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো খারাপ হবে। বিশ্বাস এবং শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য দিকও চরিত্রের উপাদানে অন্তর্ভুক্ত থাকে। দিকনির্দেশনা আসে জ্ঞান, বিশ্বাস এবং প্রজ্ঞা থেকে। শক্তিশালী চরিত্রের অধিকারী বিপথগামী ব্যক্তিরা যুক্তিসঙ্গত প্ররোচনা দ্বারা সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারেন, কারণ তাদের কাঠামো অত্যন্ত বলিষ্ঠ। অন্যদিকে যারা দুর্বল চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তারা সমাজে অগ্রগামী নেতা হতে পারেন না, যদিও তারা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে শক্তিশালী হয়ে থাকেন। অতএব, ভালো অভিভাবকত্বের মাধ্যমে জীবনের প্রথম দিকে শিশুদের চরিত্রের এই উপাদানগুলো তৈরিতে মনোনিবেশ করা দরকার। কারণ পরে সেগুলো প্রতিষ্ঠা করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

চরিত্র বলতে কী বুঝায়?

চরিত্রের আভিধানিক সংজ্ঞা হলো: এমন একটি স্বতন্ত্র গুণ বা বৈশিষ্ট্য, যা ব্যক্তি তৈরি করে এবং ব্যক্তিকে আলাদা করে; মানসিক ও নৈতিক জটিল বৈশিষ্ট্য যা একটি ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতি তৈরি করে; উল্লেখযোগ্য বা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত একজন ব্যক্তি; ব্যক্তিত্ব, খ্যাতি ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব গঠনের দৃঢ়তা ইত্যাদিকে বুঝায়।

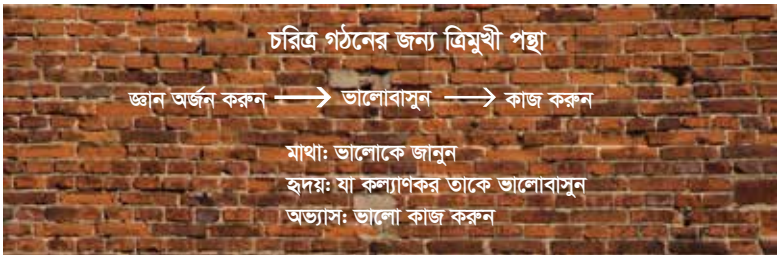

সন্তান লালনপালনের লক্ষ্য হলো স্বাবলম্বী, ন্যায়নিষ্ঠ এবং দায়িত্বশীল মানুষ উৎপাদন।

আরবি ভাষায় চরিত্র হচ্ছে ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় আচরণ, নৈতিকতা, খ্যাতি, বৈশিষ্ট্য, শ্রেষ্ঠত্ব, ভালো আচরণ ইত্যাদি।

শৈশব থেকেই নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য তৈরির সাথে সম্পর্কিত অভিভাবকত্ব। বেশ কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ সাহস, স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, উদারতা, সততা, আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনতা, অধ্যবসায়, সম্মান, ন্যায়বিচার, সত্যবাদিতা, আন্তরিকতা এবং দলগত কাজের মতো বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর জোর দিয়েছেন। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আরও প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত হয় কিংবা একাধিক বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ থেকে আসে। কিছু বৈশিষ্ট্য পরবর্তী জীবনেও শেখানো যেতে পারে। অন্যগুলো শৈশবকালে লালনপালন করতে হয়।

এই বইটিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে:

সাহস, সৃজনশীলতা, সততা, বিশ্বস্ততা, ভালবাসা, দায়িত্ববোধ, স্বাধীনতা এবং মুক্তি।

ভালো বা খারাপ যাই হোক না কেন প্রভাবশালী বিশ্ব নেতাগণের ব্যক্তিত্বে ওপরের উপাদানগুলো রয়েছে। আদম থেকে শুরু করে হাওয়া, তারপর নুহ, ইব্রাহিম, সারা, হাজেরা, মুসা, মরিয়ম, ঈসা এবং মুহাম্মাদ (সা.) এর মতো মহান অনুসরনীয় ব্যক্তিত্বদের কথা বিবেচনা করুন। অন্যান্য নেতা যেমন নেপোলিয়ন, জর্জ ওয়াশিংটন, মাও সে-তুং এর পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীগণ, যেমন: সুমাইয়া, খাদিজা, আয়েশা, আবু বকর, উমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবী তালিব, ফাতিমা, খালিদ ইবনুল-ওয়ালিদ এবং অটোমান বীর,

মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ; তাদের কথাও ভাবুন। তারা সকলেই ছিলেন সাহসী, সৃজনশীল এবং দায়িত্বশীল; অন্যথায় তারা তাদের নেতৃত্ব অর্জন করতে এবং বজায় রাখতে পারতেন না।

নবী মুসা (আ.) ও বনি ইসরাইলের নিম্নোক্ত শিক্ষাটি বিশেষভাবে মূল্যবান। মুসা (আ.) মিশরে ফিরাউনের দাসত্ব থেকে ইসরাইলীদের রক্ষা করার পর তিনি কোনো অর্জন ক্রীতদাস প্রজন্মের কাছে আশা করেননি। কারণ তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সাহস, স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতার অভাব ছিল।

তারা বংশপরম্পরায় ভয় বা আতঙ্কে যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়ে দাস হিসেবে বসবাস করে আসছে। তিনি বিশ্বাস ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মৌলিক চরিত্র পরিবর্তন করতে পারেননি। কারণ প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে দেরি হয়েছিল। মূলত তাদের 'গোড়াটাই' ত্রুটিপূর্ণ ছিল বিধায় তিনি অপেক্ষা করছিলেন নতুন প্রজন্মের জন্য, যারা সিনাই মরুভূমিতে স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করবে, যাদেরকে তিনি লালনপালন করতে পারবেন সাহস, স্বাধীনতা ও সততা দিয়ে; এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে বড় করতে পারবেন। চরিত্র গঠনের এই প্রক্রিয়াটি ৪০ বছর সময় নেয়। উল্লেখ্য, মিশর থেকে নির্বাসনের পর জন্মগ্রহণ করা ইহুদিদের শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত হিসেবে তৈরি করার জন্য মুসা এবং হারুন (আ.) সিনাইয়ের খোলা ও মুক্ত মরুভূমি ব্যবহার করেছিলেন।

অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের চরিত্র গঠনের কাজ শুরু করতে হবে শৈশবকালের প্রথম দিকে। কারণ, ব্যক্তিত্বের বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্য যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন বক্তৃতা ও ধর্মীয় বয়ান প্রচারের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর চরিত্রের খুব সামান্যই পরিবর্তন হয়ে থাকে। পিতামাতার জন্য অনুসরণীয় অনেক নির্দেশিকা আছে; কিন্তু বাড়িতে বন্ধুত্বপূর্ণ ও আনন্দদায়ক পরিবেশের মধ্যে সেগুলো বাস্তবায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও চরিত্র গঠন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া; এটি আরও অধিক কার্যকর হয় শৈশবকালে।

কোনো দুর্ঘটনা বা পরিস্থিতি নয়, চরিত্রই ব্যক্তি তৈরি করে।

চরিত্র বিনির্মাণ

চরিত্র গঠন শুরু হয় শৈশবে এবং এরপর তা চলমান থাকে, যদিও প্রথম কয়েকটি বছর এটি সবচেয়ে কার্যকর। একের পর এক চিন্তা ও কর্ম দ্বারা চরিত্র গঠন প্রক্রিয়া চলে দিনের পর দিন।

এখন প্রশ্ন হলো, চরিত্র কখন গঠিত হয়? দেরী হয়ে গেলে করণীয় কী? সঠিক উত্তর আমাদের জানা নেই। ড. স্পোক এ বিষয়ে পরামর্শ দেন যে, জীবনের প্রতি মানুষের মৌলিক মনোভাব স্থাপনের ক্ষেত্রে পাঁচ মাস থেকে দেড় বছর বয়সের ব্যাপ্তিকাল সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। এটিই সেই সময় যখন শিশুরা নিজেদের আলাদা ব্যক্তি মনে করতে শুরু করে এবং কিছু স্বাধীনতার ওপর জোর দেয় (যেমন, তারা নিজস্ব বোতল ধরে রাখতে চায় এবং খুব দীর্ঘ আলিঙ্গন মেনে নেয় না)। পিতামাতার সাথে তখন তাদের প্রকৃত এবং প্রথম সংযুক্তি তৈরি হয়। পিতামাতা উষ্ণ প্রকৃতির হলে তারা আশা করে অন্যান্য মানুষগুলোও একই রকম হবে। পিতামাতার মমতা তাদের মধ্যে ভালোবাসার জন্ম দেবে। এর বিপরীতে তাদের পিতামাতা ঠাণ্ডা এবং সন্দেহজনক প্রকৃতির হোন, তারাও এই দিকে নিজেদের বিকাশ ঘটাবে। বাকি পৃথিবীটাকেও এরকম ঠাণ্ডা মনে করবে। যার ফলে তারা প্রধানত এই ঠাণ্ডা দিকগুলো খুঁজে পাবে। এই পর্যায়ে নিজেদের সম্পর্কে ধারণা করার ক্ষেত্রে শিশুরা তুলনামূলক এই অনুমানের দিকে পরিচালিত হয় যে, তারা হয়তো আবেদনময় বা অনাকর্ষণীয়, ভালো বা অযোগ্য। যখন তাদের আশাবাদী বা হতাশাবাদী হওয়ার ঝোঁক থাকে, এটি তখন আরও বেশি ঘটে। যদি বাবা-মায়ের সাথে শিশুদের অগভীর সম্পর্ক থাকে তাহলে আশেপাশের জিনিস এবং ধারণার সাথে তাদের মূলভাবকে সম্পর্কিত করে না। দেড় থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যে শিশুরা নিজেদের আলাদা মানুষ হিসেবে মনে করার একটি নির্দিষ্ট অনুভূতি অর্জন করে। যাহোক, পিতামাতার ওপর তাদের নির্ভরতা সম্পর্কে তারা আরও সচেতন হয়ে ওঠে। শিশুটি নিজের মধ্যে অনেকগুলো বিরোধপূর্ণ বিষয়ের টান অনুভব করে। যেমন: স্বাধীনতা বনাম নির্ভরতা, পরিচ্ছন্নতা বনাম ময়লা, সহযোগিতা বনাম জেদ এবং স্নেহ বনাম বৈরিতা। আবার তৃতীয় বছরের শেষে শিশুরা কেমন হিসেবে আবির্ভূত হবে তা নির্ভর করে